তারিখ 02 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ১৭ আশ্বিন ১৪২০
Dhaka : Wednesday 2 October 2013

সম্পাদকীয়

নতুন কোন মেডিকেল কলেজ নয় পুরনোগুলোর মান উন্নত করুন

সরকার নতুন করে আরও ১১টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে। এটি একটি নজির। কারণ এর আগে একসঙ্গে এতগুলো মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দৃষ্টান্ত নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। সহযোগী দৈনিক গত মঙ্গলবার এ সম্পর্কে একটি খবর পরিবেশন করে।

বর্তমান সরকারের আমলে এ নিয়ে মোট ২৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হলো। দেশে এখন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা দাঁড়াল ৬৫টিতে। আর সরকারি মেডিকেল কলেজ আছে ২২টি।

সর্বশেষ ১১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনের যথার্থতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ মেডিকেল শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলছেন, দক্ষ শিক্ষকের সংকটে সরকারি মেডিকেল কলেজই চলছে না। তাহলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ শিক্ষক পাবে কোথায়? নতুনগুলোতে কারা পড়াবেন শিক্ষার্থীদের? তারপরে একের পর এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বাড়ালে সেখানে লেখাপড়া কীভাবে চলবে।

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে সরকার যে সামাজিক চাহিদা পূরণ করছে কিংবা মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে এর গুণগতমান বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে তা ভাবার কোন কারণ নেই। কারণ একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পেছনে যে পূর্বশর্ত পূরণ করার কথা থাকে, অনুমোদন পাওয়া দু'একটি ব্যতীত কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ তা পূরণ করেনি। খবরানুযায়ী, উল্লিখিত ১১টি মেডিকেল কলেজের প্রতিটির সঙ্গে রাষ্ট্রপতিসহ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সরকারি দলের নেতাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। স্রেফ রাজনৈতিক ডিভিডেন্ট কন্টনের উদ্দেশ্যেই সরকার এভাবে চিকিৎসা শিক্ষার আরও অবনতি ঘটানোর পথ প্রশস্ত করছে।

এত মেডিকেল কলেজ কিন্তু সেখানে পড়বে কারা। মেধা থাক আর না থাক, অর্থ থাকলেই চলবে। টাকার বিনিময়ে কোন রকমে চিকিৎসকের একটি সার্টিফিকেট নিয়ে এরা ডাক্তার হবে, না কসাই হবে তার প্রমাণ কিন্তু এখনই মিলছে সমাজে। ভবিষ্যতে আরও মিলবে। নামি-দামি দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে হাসপাতাল রয়েছে অনেক কিন্তু দক্ষ মানসম্পন্ন চিকিৎসা দেয়ার মতো ডাক্তার নেই। বাইরে আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য হয় না। অদক্ষ ডাক্তারদের হাতে রোগীদের দুর্ভোগের কাহিনী আজ সর্বমহলে আলোচিত। আমাদের চিকিৎসা সেবাখাত একেবারেই অদক্ষতার ক্ষেত্র হয়ে পড়েছে।

প্রতি বছর ভর্তির সময় হলেই মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও কর্মকর্তারা বলছেন, বিনিয়োগের বড় অংশটিই তোলা হয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফি আদায় করে। গত বছর কোন কোন মেডিকেল কলেজে ঘোষিত ভর্তি ফি ছিল ১৬ লাখ টাকা। ভর্তি পরীক্ষায় মাত্র ১০ নম্বর পেয়েও বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তির নজির রয়েছে।

এমনিতেই বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে হাতেগোনা দু'চারটি বাদ দিয়ে কোনটাই মানসম্পন্ন হতে পারেনি। বিধান আছে, ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করলে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল থাকতে হবে। অধিকাংশ কলেজেই এটা নেই। তাই বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ এমনিতেই কম। এছাড়া নেই প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি ও যন্ত্রপাতি। এরই মধ্যে একদিকে রাজনৈতিক প্রভাব ও বাণিজ্যের কারণে হাটে ঘাটে মাঠে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়ে সরকার দেশের চিকিৎসা সেবার মানকে কোথায় নামিয়ে আনতে চান সেটাই প্রশ্ন। যারা অনুমোদন দেয় সেই বোর্ডের কোন কোন সদস্য জানিয়েছেন, প্রাথমিক অনুমোদনের কথা বলা হলেও এটাই স্থায়ী অনুমোদন। তবে এই অনুমোদন দেয়াটা যে অপরিপক্কতা ও অদূরদর্শিতার প্রমাণ, জাতি এখনই তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ভবিষ্যতেও পাবে। চিকিৎসা পেশার অদক্ষতা মানুষের জন্য কী ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনে তা যারা বেসরকারি মেডিকেল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিচ্ছেন তারাও জানেন। জানেন না শুধু তারাই যারা একটু থেকে একটু হলেই চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাড়ি দিতে পারে। সরকার জেনেশুনেই এভাবে চিকিৎসক নামধারী এক ভয়ানক অদক্ষ লোকবলের সৃষ্টি করে যাচ্ছে। যার খেসারত দেবে দেশের মানুষ। এখনও দিয়ে যাচ্ছে তারা। অচিরেই এই ১১টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া বন্ধ করা হোক। আগে বর্তমান বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোকে নিয়মের মধ্যে এনে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য মানে উন্নীত করা হোক। এরপর ভাবা যেতে পারে নতুন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের কথা।